Volume: 1 Issue: 7 Pages: 39-42

International Journal of Research in Academic World

E-ISSN: 2583-1615
Impact Factor: 4.714

Received: 06/February/2022 Int. J Res. Acad. World. 2022; 1(7):39-42 Accepted: 10/March/2022

"ফিরে এসো যারা গাঁ ছেড়ে গেছো"

*[1]Dr. Joy Kumar Das

*[1]Assistant Professor, Department of Bengali, Maharaja Bir Bikram College, Agartala, Tripura, India.

Abstract

15th August 1947 is a remarkable day in the pages of Indian history. The much expected freedom of huge masses of people came on that day, but at the same time many people suffered with deep pain and anguish associated with the partition of the country which was horrific in nature with brutality and bloodshed. In Bengali poetry number of events such as nostalgic feelings, displacement from the homeland, destruction of property to mention some relating to partition of our country is being highlighted. Poet Achinta Kumar Sengupta's poem" Purva Paschim" and "Udvastu" clearly depicts the painful situation of the partition. In the poem "1946-47" the communal disharmony was a common feature which creeped up among the poets during that period. Poet Jibanananda Das witnessed throughout his life the darkness and frustation, but in the later part of his life he envisioned the transformation of the huminity for a bright future.On the other side, poet Vishnu Dey in his poem "Jaldow" pointed out categorically that frustration would lead to the destruction of the country relating to different entity. Poet Manindra Roy in his poem "Chithi" highlighted the painful refugee's life. In number of poems of Sunil Gangopadhyay's came up the story of partition; leaving the village life, river, natural environment and near and dear ones. In the poems of Shankha Ghosh he highlighted the painful eventuality relating to partition and human misery.

Keywords: দেশভাগ, বেদনাদায়ক, উদ্বাস্তু, স্বদেশ, স্থানচ্যুতি, ধ্বংস, দেশ

Introduction

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একটি স্মরণীয় দিন ।বহু মানুষের বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ওই দিনটিতে এলেও তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে রয়েছে দেশভাগের কাঁটাতার, কাটা-ছেঁড়া মানব হৃদয়ের যন্ত্রণা আর রক্তক্ষরণের ইতিকথা । স্বাধীনতাকে স্বার্থসিদ্ধির মাপকাঠিতে চড়িয়ে জাত-পাত আর সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে তৎকালীন মান্য দেশনেতৃবর্গ প্রিয় দেশটিকে ভাঙার খেলায় মেতে উঠেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে, যার ফলস্বরূপ জন্ম নিল একটি দেশ ভেঙে দুটো দেশ-ভারত এবং পাকিস্থান। এই কারণে মানুষের অন্তরে এবং বাইরে একটা সর্বগ্রাসী বিভাজনের মনোভাব সৃষ্টি হল ;এমনকি জীবন জীবিকা আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্যেও। অনেক মানুষের শারীরিক ও মানসিক দুর্ভোগ যাপিত জীবনের সংকট সমাজ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে বিচ্যুতি আর অচেনা পথের বিপদ প্রতিবন্ধকতা-যা দেশভাগের অভিজ্ঞতাকে চিরকালীন তিক্ততায় ভরিয়ে তোলে। দেশভাগের রক্তাক্ত স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে আজও কত মানুষ বেঁচে আছে; তাদের শৈশব কিশোরের স্মৃতি বুকে লালন করে। রাতারাতি স্বদেশ হয়ে উঠেছিল বিদেশে-বাস্তুচ্যুত মানুষকে ছুটতে হয়েছে অজানার উদ্দেশ্যে। পথে পথে চোখের জলে ভিজেছে চেনা পথ, জন্মভিটে, প্রিয় সবুজ বনানী আর স্বপ্নের নীড়। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়ে ভাসমান শ্যাওলার মতো ভেসে বেরিয়েছে অসহায় মানুষগুলো ।তাদের রাত কেটেছে রেলওয়ে স্টেশনে, উদ্বাস্তু শিবিরে, গহীন বন-জঙ্গলে, সুন্দরবনসহ পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে। এই দেশ বিভাজনের কষ্ট নিংড়ানো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে বাংলা কবিতায়। কেননা আমরা জানি, সাহিত্য দেশ কাল নিরপেক্ষ হতে পারে না। এই দেশভাগ আর দেশত্যাগ স্বজন হারা, স্বদেশহারা, বাস্তুভিটে ফেলে আসা মানুষগুলোর কথা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিদের নিপুণ কলমে ধরা পড়েছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উজ্জ্বল বিশ্বাস শ্রান্তিহারক আশাবাদ জীবনানন্দ দাশের ছিল না,বরং ছিল যুগ চেতনার তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিশ্ব পরিস্থিতির বিশৃঙ্খলতার পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক বোধসমূহের লাঞ্ছনায় তীব্র হতাশা।আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশ "১৯৪৬-৪৭" কবিতায় লিখেছেন

"বাংলার লক্ষ্য গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল। "১

এখানে মানুষের আকাঙ্ক্ষার স্বদেশটিকে বক্ষ মাঝে স্থান দিয়ে অনন্ত বিরহ-বিচ্ছেদের কষ্ট যন্ত্রণা উপলব্ধি করা সম্ভব। কিন্তু মানুষের মন কাঁটা-তারের সীমানাকে স্বীকার করতেই চায় না। এ প্রসঙ্গে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় আমরা দেখি:

"আমরা যেন বাংলাদেশের
চোখের দুটি তারা।
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে-
থাকুক গে পাহারা ।
দুয়ারে খিল।
টানদিয়ে তাই
খুলে দিলাম জানলা ।
ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা।"২

*Corresponding Author: Dr. Joy Kumar Das

"১৯৪৬-৪৬" কবিতাটিতে রাজনীতির অন্তরালে সাম্প্রদায়িক হিংসাশ্রয়ী ধর্মের সহসা লুকিয়ে পড়ার চিত্রটি খুবই স্পষ্ট:

"মানুষ মেরেছে আমি তার রক্তে আমার শরীর
ভরে গেছে পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমঢ়কে
বধ করে ঘুমাতেছি.....
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে
বলে যাবে কাছে এসে,' ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ
আর তুমি?' আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে রক্তনদী উদ্বেলিত হয়ে
বলে যাবে,গগন,বিপিন,শশী,পাথুরে ঘাটার "২(ক)

১৯৪৭ সালের দেশভাগ পূর্ববর্তী সময়টিতে বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বীভৎস আকার ধারণ করে ।দাঙ্গাজনিত কারণে দেশত্যাগীদের অবস্থা নিরিখে সেই বাস্তবতাকে কাব্যে রূপ দিয়েছেন কবি।কবিতার প্রারম্ভে রয়েছে দেশ ত্যাগকারী মানুষের গোপন "অস্পষ্ট ব্যস্ততা"! লেখকের চোখে ধরা পড়ে আধুনিক মানুষ বেঁচে আছে শুধু শরীরে। তাই এত বিচ্যুতি, এত ফাটল, হিংসা-বিদ্বেষ অবক্ষয় আর অন্ত:সারশূন্যতা। পূর্ববঙ্গ থেকে সংখ্যালঘু প্রতিবেশী হিন্দুদের দেশ ত্যাগের ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তার প্রতিফলন ঘটেছে পল্লী কবি জসীমউদ্দীনের "বাস্তুত্যাগী" কবিতায়:

"দেউলে দেউলে কাঁদিছে দেবতা পূজারীর খোঁজ করি...
ফিরে এসো যারা গাঁ ছেড়ে গেছো, তরুলতিকার বাঁধে,
তোমাদের কতো অতীত দিনের মায়া ও মমতা কাঁদে।
সুপারির বন শূন্যে ছিঁড়িছে দীঘল মাথার কেশ
নারকেল তরু ঊর্ধ্বে খুঁজিছে তোমাদের উদ্দেশ্যে ।...
অতীতে হয়তো কিছু ব্যথা দেছি,পেয়ে বা কিছুটা ব্যথা,
আজকের দিনে ভুলে যাও ভাই, সেসব অতীত কথা!"৩

আমাদের ভারতের স্বাধীনতা অর্জন যে দেশবিভাজনের মূল্যে কবি অরুণ মিত্র তাকে স্বীকার করতে পারেননি ।কারণ, তিনি প্রত্যক্ষভাবে এর শিকার হয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছিলেন। "ঘনিষ্ঠ তাপ" কাব্যের "জনম দুখিনীর ঘর" কবিতায় ফরাসি ভাষায় বিদগ্ধ কবি অরুণ মিত্রের অতীতচারিতার ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে।এই কবিতায় তাঁর স্মৃতিচারণের দুটি রূপ নিসর্গ প্রকৃতির অপরূপতার অনুধ্যান আর নিজের মাটির ঘরের আঙিনার আকর্ষণ। কর্মসূত্রে দেশ ছেড়ে নানা সময়ে নানা জায়গায় থাকতে হয়েছে কবি অরুণ মিত্রকে ।কিন্তু কবির মনের মনিকোঠায় দেশের যে আসন ছিল পাতা তা কখনও গুটিয়ে নিতে হয়নি। কবি ঘুরে বেরিয়েছেন "দুরন্ত রোদের টিলা"র দেশ, পেরিয়ে এসেছেন "বনবাদাড়ের রাত"-কিন্তু মনে সে আনন্দ জাগেনি যে আনন্দ এদেশে এসে জাগে। তাঁর কান উৎকর্ণ হয়ে থেকেছে বাংলা ভাষা শোনার জন্য। কোন স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশকে তাঁর এমন সুন্দর মনে হয়নি ।এদেশের স্মৃতি তার মনে স্থায়ী ছাপ ফেলেছে কয়েকটি দেশ প্রীতির চিত্র সূত্রে-"দুব্বার কয়েকটা ছোপ"," ধানের গুচ্ছের একটু ছটা"," কয়েকটি দোয়েল ফিঙ্গে টুনটুনির কাকলি।"পদ্য লেখকের গৃহের প্রতি মমতার কারণ ও সেই স্মৃতি,-নরম হাসির আভা। এইসব নিশানা ধরেই তিনি ফিরে এসেছেন নিজের ঘরে। দেশ থেকে দূরে যাবার যন্ত্রণা তাকে আর্ত করেছে ।বহুকাল বিদেশে থাকা সত্ত্বেও "ওই আলো অন্ধকার আমার নাড়িতে বাজে"। বিশ্বের ধনী দেশের তুলনায়, এ দেশ দুখিনী সত্য কিন্তু সেই দুখিনীর ঘরের চিরসম্পদ যে আনন্দ সেখানে এই ঘর আর জনম দুখিনীর হয়ে থাকেনি। সেই ঘরে কবির নিত্য আহ্বান। প্রদীপ জ্বলা একলা ঘরের অনুভূতি, এখনো তাঁর অন্তরে। এর আলো অন্ধকার তাঁর নাড়িতে তোলে বিচিত্র স্পন্দনের অনুভব ।কানে বাজে বৃদ্ধা মায়ের ভাঙ্গা-চোরা গলার স্বর। অতলস্পর্শী সেই স্বর ঘরে ফেরার আহ্বান জানিয়েছে তাঁকে। তাই ফেরা ।সলতে নেভার পর ও এ ডাক তাকে তাড়া করে ফেরে যতক্ষণ না পুরানো গল্পগুলি মনে চেপে সেই দুখিনীর দুয়ারে গিয়ে কবি দাঁড়াবেন।৩(ক)

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাজনজনিত কারণে রাতারাতি কাঁধে পোটলা বেঁধে ভিটেমাটি ছাড়তে হয়েছে অগণিত মানুষকে ।নিজের ঘর দেশ, নিজের জন্ম মাটি, নিজের প্রকৃতি নদী-নালা সব ফেলে রাত্রির গভীর আধারে ভূগোলের এক সীমানা থেকে চলে যাচ্ছে মানুষ আরেক সীমানায়; গন্তব্য হচ্ছে উদ্বাস্তু শিবির। ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটকে ঘিরেই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচনা করেছেন "উদ্বাস্তু" কবিতাটি। কল্লোলযুগের আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবি-ঔপন্যাসিক অচিন্ত্যকুমার ১৯০৩ সালে অবিভক্ত বাংলার নোয়াখালীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৭৬-এ কলকাতায়। দেশভাগের সময় ১৯৪৭-এ তিনি অনেকটাই বড় হয়ে উঠেছেন। এর ফলে দেশভাগের অভিঘাতজনিত সামাজিক, রাষ্ট্রিক, পারিবারিক এবং অর্থনৈতিক সংকটের রূপ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন নিবিষ্ট হয়ে। "উদ্বাস্তু" কবিতাটিতে আমরা দেখি ভূষণ পালের পরিবারের কথা, যারা নিজের দেশ ত্যাগ করছে ।কিন্তু মানুষতো একটি জরিপ-নয় ;তাকে বেঁচে থাকতে হয় সামাজিক পরিবেশ প্রতিবেশ নিয়ে। গাছ-পালা নদী-নালা আকাশ-বাতাস, এদের সাথে নিবিড় সখ্যতা গড়ে উঠেছে। তাদের তাই ভুষণ পাল গোটা পরিবারটাকে ঝড়ের মতো নাড়া দিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে যখন, তখন হিজল গাছের ফুল বলছে যাবে কোথায়? ছলছলাৎ নদীর ঢেউও বলছে আমাদের ফেলে কোথায় যাবে ?আমরা কি তোমার গত জন্মের বন্ধু, এ জন্মেও কেউ নই? স্বজন নই ?এরকম অনেকেই বলছে লক্ষীবিলাস ধান থেকে শুরু করে সান বাঁধানো ঘাট-সবাই সব্বাই ।এভাবেই স্বজন প্রীতির মায়ায় জড়িয়ে দেশপ্রেম লালিত হয় বুকের মাঝে । এই সব কিছুকে ছেড়ে হঠাৎ একদিন মানুষ উৎখাত হয়ে যায়, উদ্বাস্তু হয়ে যায়:

"ওরা কারা চলেছে আমাদের আগে আগে-ওরা কারা?
ওরাও উদ্বাস্তু।
কত ওরা জেল খেটেছে তকলি কেটেছে
হত্যে দিয়েছে সত্যের দুয়ারে,
কত ওরা মারের পাহাড় ডিঙিয়েছে
পেরিয়ে গিয়েছে কত কষ্ট ক্লেশের সমুদ্র,

কিন্তু তারাও আজ উদ্বাস্তু হয়ে গেছে
যারা ট্রেনের থার্ড ক্লাসে চড়েছে...
তারা এখন চলেছে রকমারি তকমার চোকদার
সাজানো দশ ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে "৪

এও যে বিচ্যুতি হওয়া, এ ও যে উৎখাত হওয়া, এরাই তো সত্যিকারের উদ্বাস্তু। "কেউ উৎখাত ভিটেমাটি থেকে কেউ উৎখাত আদর্শ থেকে।"৫

আজও বাস্তুত থেকে উৎখাত হয়ে উদ্বাস্ত হয়েছে পৃথিবীর কত মানুষ! অবশ্য আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া মানুষের সংখ্যাও দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।কবির অপর একটি রচনা "পূর্ব-পশ্চিম" কবিতায় পূর্ব ও পশ্চিমের বাংলার নিবিড় ভৌগোলিক একতা এবং সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময় ও আদান-প্রদানের কথা পরিস্ফুট হয়েছে। সেই সময়ের আরেকজন প্রখ্যাত কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর জন্ম ভিটে, ছেড়ে আসা ঘরবাড়ি, গ্রাম ও তার এক বুক যন্ত্রণা, দেশভাগ উদ্বাস্তু জীবনের দুর্ভোগ, শিকড় হীনতার হাহাকার-বেদনার কথা বারবারই তাঁর কবিতার স্তবকে স্তবকে তুলে ধরেছেন।" স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে" কবিতায় কবি লেখেন:

"তুমি মাটি? কিংবা তুমি আমারই স্মৃতির ধুপে ধূপে
কেবল ছড়াও মৃদু গন্ধ আর আর-কিছু নও ?
রেখায় রেখায় লুপ্ত মানচিত্র-খন্ডে চুপি চুপি
বাল্য সহচর !তুমি মাটি নও দেশ নও তুমি.....

তুমি দেশ ?তুমিই অপাপবিদ্ধ স্বর্গাদপি বড়ো?
জন্মদিন মৃত্যুদিন জীবনের প্রতিদিন বুকে
বরাভয় হাত তোলে দীর্ঘকায় শ্যাম ছায়াতরু
সেই তুমি? সেই তুমি? বিষাদের স্মৃতি নিয়ে সুখী
মানচিত্ররেখা তুমি দেশ নও মাটি নও তুমি!"৬

কবিতার পরিসমাপ্তিতে সেই দেশ 'বাল্যসহচর' থেকে বেদনার সঙ্গীর স্তর পেরিয়ে শুধু 'মানচিত্ররেখা' হয়ে ওঠে। উদ্বাস্তু জীবনকে বিষয় করে কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন "পুনর্বাসন" কবিতাটি। গৃহহারা মানুষের স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ কথাটি জড়িয়ে থাকে এই পুনর্বাসন শব্দটির সাথে। স্বাধীনতা পরবর্তী ছিন্নমূল জীবন-যে জীবনের আশপাশে তৃণ, পাথর, সরীসৃপ ভাঙা মন্দিরকে পশ্চিমের উদয়াচলের পথে পথে মিলিয়ে যেতে দেখেছেন কবি শঙ্খ ঘোষ।গৃহহীনের বেদনা সমকালীন জীবন যন্ত্রণাকে কবি ভাষা দিয়েছেন এইভাবে :

"স্মৃতি যেন দীর্ঘ যাত্রী দলদঙ্গল
ভাঙা বাক্স পড়ে থাকে আম গাছের ছায়ায়
এক পা ছেড়ে অন্য পায়ে হঠাৎ সব বাস্তহীন ।৭

পদ্য লেখকের চারপাশে শুধু ভয়াবহতা নয়,আছে রোমান্টিক সুখময় ঘটনা প্রবাহ ও।তাকে ও কতগুলি শব্দের মধ্যে ধরার চেষ্টা করেছেন কবি। যেমন-উড়ন্ত চুল, উদোম পথ,ঝড়ো মশাল,ভোরের শব্দ,স্নাত শরীর,শ্মশানশিব। আবার প্রাত্যহিক আবহমান জীবন ও মৃত্যুও কবির চারপাশে খেলা করে ।এই সব কিছুই স্মৃতির পথ ধরে ঘুরে আসে। বাস্তু ও বাস্তুহীনতা অর্থাৎ যা ছিল ও যা আছে-এই দুইয়ের প্রবাহমানতায় ছিন্নমূল মানুষের জীবন যাপনের অর্থাৎ পুনর্বাসনের সংগ্রামময় জীবনের স্মৃতিভাষ্য রচিত হয়ে যায়।
১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ অক্টোবর পাবনা জেলার শীতলাই গ্রামে মণীন্দ্র রায়ের জন্ম। মনীন্দ্র রায় তাঁর সমকালীন অন্যান্য কবিদের মতোই পারিপার্শ্বিক অস্থিরতা, সামাজিক উপদ্রব নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন।কবি মণীন্দ্র রায় তাঁর "চিঠি" কবিতায় উদ্বাস্তু জীবনের দুর্ভোগ ও অসহায়তার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন ।সেখানে তিনি এক উদ্বাস্তু বৃদ্ধার ছেড়ে আসা গ্রাম জীবনের নস্টালজিক অনুভূতি এঁকেছেন :

" সুশান্ত তোমার মনে পড়ে
সরলার মাকে, যে এখানে
কাজ করতো ?হঠাৎ সেদিন শুনলো যেই বন্যা পাকিস্থান,
বুড়ি গিয়ে বসল বারান্দায়,
দেখি তার চোখে জল ঝরে...।"৮

কবি বিষ্ণু দে বিষাদগ্রস্ত হয়েছেন ১৯৪৬-৪৭ এর রক্তক্ষয়ী হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার কারণে যা কলকাতাকে পরিণত করেছিল নরকে। বন্ধু কিংবা পুঁথির আশ্রয়ে থাকা মসৃণ মনে হঠাৎ তির্যক বিভাজন রেখা এনে দেয় দাঙ্গার খবর ।গ্রীষ্ম-আক্রান্ত কলকাতার দগ্ধ পটভূমি ভরে তুলেছে অসংখ্য ঘর ছাড়া দেশহারা মানুষ, বিশাল ভারতবর্ষের ভিতর থেকেও তারা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন শিকড়:

"এখানে ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কের ধারে শানে পথে-পথে গাড়ি বারান্দায়
ভাবে ওরা কি যে ভাবে! ছেড়ে খুঁজে দেশ
এইখানে কেউ বরিশালে কেউ কেউ বা ঢাকায়।"৯

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অসংখ্য কবিতায় ঘুরেফিরে এসেছে দেশ ভাগ, ছেড়ে আসা গ্রাম, নদী-নালা ডোবা জল-প্রকৃতি ও স্বজন আর স্বদেশের মানুষজনের কথা ।এ প্রসঙ্গে তার কয়েকটি কবিতার নাম উল্লেখ করা যায়: যেমন, যদি নির্বাসন দাও, জনম দুঃখী, ধাত্রী দুঃখের গল্প এবং ফিরে যাবো ইত্যাদি। কবি বাংলাদেশকে ছেড়ে এসে এবার বাংলার কলকাতায় নাগরিক জীবন যাপন শুরু করলেও স্বভূমিকে ভুলতে পারেননি। যে দেশে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, বাল্য শৈশবের দিনগুলি কাটিয়েছেন, বেড়ে উঠেছেন, সেই মাটি কি ভোলা অতই সোজা? কবি দেখেছেন তার প্রিয় জন্মভূমি আজ শত্রুর কবলে পড়ে সৌন্দর্যহীন হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের মাটি জল বায়ু আকাশ বাতাস সাড়ে তিন হাত ভূমিকে তিনি ভুলতে পারেননি:

"নদীর শিয়রে ঝুঁকে পড়া মেঘ প্রান্তরে দিগন্ত নির্মিমেষ-
এই আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি ।"১০

একটা নির্দিষ্ট পরিসর মনে রেখে আপাতত থেমে যাবার পালা। দেশ ভাগের কবিতা পড়তে পড়তে আমাদের মনে হলো, দেশভাগের কবিতা দেশপ্রেমকে আরো জাগিয়ে তোলে ।হাজারো যন্ত্রণালিপি কোথাও এসে মেশে অসাম্প্রদায়িক মানবিক পরিচয়ের অনন্যতায়, ভালোবাসার বন্ধনের সুদৃঢ়তায়। দেশভাগ ও বাংলা কবিতা আমাদের সামনে তুলে ধরে স্বদেশ প্রেমের বীজমন্ত্র আর বহুমাত্রিক পাঠসৃজনের অনন্ত সম্ভাবনাকে। অস্তিত্বের শিরায় শিরায় জেগে থাকে আমাদের দেশ আমাদের মাটির ঐকতান সুরের আবহ।

সূত্র নির্দেশ

1. মুখোপাধ্যায়,বিরাম (সম্পাদনা) : জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা,প্রথম নিউ স্ক্রিপ সংস্করণ:মাঘ ১৪১২(জানু২০০৬)৫ম পরিমার্জিত সংস্করণ,২০১১,পৃ.১৪৩
2. https://www.kobikolpololota.in/parapar-kabita-poem-lyrics/
3. মুখোপাধ্যায়,বিরাম (সম্পাদনা): জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা,৫ম সংস্করণ,২০১১
4. জসীমউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ কবিতা,দেজ পাবলিশিং, কলকাতা,ডিসেম্বর ২০০০,পৃ.১১৯
5. মিশ্র, অশোক কুমার: আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা,দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ: জুলাই ২০০৯,পৃ.২৮৯

6. https://www.facebook.com/banglarkabitawebsite/posts/
7. তদেব
8. কবিতা সংগ্রহ শঙ্খ ঘোষ,দেজ পাবলিশিং, কলকাতা,১ম প্রকাশ ১৩৬৭,পৃ.৪৯
9. তদেব,পৃ.১২৪
10. https://www.banglamotive.com/2020/8/Chiti.html
11. বিষ্নুদের শ্রেষ্ঠ কবিতা,প্রকাশক:শ্রী কুনাল কুমার রায়, নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,১ম প্রকাশ, জুন ১৯৫৫,পৃ.১০৬
12. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা,প্রকাশক-মো: আফসারুল হুদা,আফসার ব্রাদার্স, বাংলা বাজার,ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃ.৮১
13. সহায়ক গ্রন্থ:
14. ঘোষ,শঙ্খ : শহরপথের ধুলো, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা জানুয়ারি ২০১০
15. বন্দ্যোপাধ্যায়,সন্দীপ : স্মৃতি সত্তায় দেশভাগ,প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা জানুয়ারী, ১৯৯৯
16. ঘোষ,শঙ্খ: সুপুরিবনের সারি, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯০
17. মন্ডল,মননকুমার (সম্পা): পার্টিশন সাহিত্য দেশ কাল স্মৃতি, গাংচিল, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৪
18. অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
19. সিনহা,হেনা : বাংলা উপন্যাস দেশভাগ ভগ্ননীড়ের বেদনা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা,১ম প্রকাশ,২০১০